নিরুত্তাপ ভোট কেন্দ্রগুলো

নিরুত্তাপ ভোট কেন্দ্রগুলো। নির্বাাচনী কেন্দ্রগুলোতে মোবাইলে গেম খেলে ও ফেইসবুক ঘাটাঘাটি করেই পুলিশ ও আনসার সদস্যরা অলস সময় পার করছেন।

সকাল ৮ টার সময় ভোট গ্রহণ শুরু হলেও অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত ভোটারের দেখা মেলেনি। মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে ১৩ টি। এর মধ্যে নারী ভোট পোল হয়েছে ২ টি। ওই ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার এ্এইচএম রাশেদুল হক বলেন এখানে ভোটার ১৮৬৩। ৪ টি বুথে ভোট গ্রহণ চলছে। সকাল ৯.৫৫ মিনিট পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে মাত্র ১৩ জন। এই ভোট কেন্দ্রটি উপনির্বাচনের হেভিওয়েট প্রার্থী নিসান সাবেরের।

এদিকে সকাল ১০ টার সময় পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট পোল হয়েছে মাত্র ২৩ টি।বুড়িপোতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটের সময় পর্যন্ত ভোট পোল হয়েছে মাত্র ৯ টি, উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ১০.১০ মিনিট পর্যন্তÍ ভোট পোল হয়েছে ২৫ টি ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট পোল হয়েছে মাত্র ২৩ টি। এভাবেই চলছে ভোট গ্রহণ।

উপনির্বাচনের ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী সাবেক যুবলীগের নেতা নিসান সাবের সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন আবুল হাসেম। আলফাজ হোসেন ভোট প্রদান করেন আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ও শামীম উদ্দীন ভোট দেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা বসে বসে মোবাইল গেমস খেলে অথবা ফেইসবুক ঘাটাঘাটি করে অলস সময় পার করছেন। মাঝে মধ্যে দু একজন ভোটার আসলেও তারা নিজ দায়ীত্বে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিচ্ছেন।

এদিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম ভোট কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শন করেছেন।

রিটার্নিং অফিসার আবু আনছার বলেছেন, ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তার জন্য সকল ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

মোট ৮৮ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে। মোট ভোটার নারী ভোটার ১ লাখ ৪ হাজার ৮৩৬ ও পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫ হাজার ১৪৭ জন।

মেহেরপুর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান ও গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর উপনির্বাচন ভোটগ্রহণ শুরু

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান ও গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের উপনির্বাচনের ভোট প্রদান শুরু হয়েছে।

বুধবার (২৭ জুলাই) সকাল ৮ টা থেকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনে ৮৮ টি ও গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের উপনির্বাচনে ১ টি কেন্দ্রে ইভিএম পদ্ধতিতে এই ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

নির্বাচনের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ভোটগ্রহণ চলছে। প্রতিটি বুথে ওয়েবক্যাম স্থাপন করা হয়েছে।

উপনির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুর শহরজুড়ে নির্বাচনে ভোটারদের উৎসবের আমেজে ভোট কেন্দ্রে আসার আহবান জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু আনছার।‘

মোহাম্মদ আবু আনছার বলেন, ‘মোট ৮৮টি ভোট কেন্দ্রে এ নির্বাচনে ৫২২টি ভোটকক্ষের মাধ্যমে ২ লাখ ৯ হাজার ৪৮৩ জন ভোটার

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫ হাজার ১৪৭ জন ও নারী ভোটার ১ লাখ ৪ হাজার ৩৩৬ জন।

এছাড়া গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের উপনির্বচনে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।
এরা হলেন শ্রমীকলীগ নেতা মুতালেব হোসেন (পাঞ্জাবী প্রতীক), সাবেক কাউন্সিলর বদরুল আলম বদু (টেবিল ল্যাম্প প্রতীক), সানোয়ার হোসেন (পানির বোতল প্রতীক) ও শফিউল ইসলাম (উটপাখি প্রতীক)।

গাংনী পৌরসভার উপনির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৪৬৪ জন এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১১৬২জন এবং নারী ভোটার সংখ্যা ১২৮২জন।

এক ঘন্টার বৃষ্টিতে পানিতে ভাসল ব্যবসায়ীদের সব্জী

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর এক ঘন্টার ঝুম বৃষ্টিতে তলিয়ে গেলো মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ সাপ্তাহিক হাট।

কেদারগঞ্জ হাটের ইজারাদার ও স্থানীয় ইউপি সদস্য রাকিবুল ইসলাম বলেন, বেলা ১২ টার দিকে সব্জী ও মাছ ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনের মতই ব্যবসা শুরু করেন। স্থানীয় ক্রেতারাও আসতে শুরু করেন হাটে। বেচা কেনা যখন জোরে শোরে শুরু হয়েছে। বেলা ৩ টার দিকে ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়ে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি চলে। বৃষ্টির সময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের চোটের মালামাল তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে আসতে পারেনি। ব্যবসায়ীদের আলু, পটল, কাঁচা মরিচ, শাক সব্জীসহ অন্যান্য কাঁচা মাল হাটু পানিতে ভাসতে থাকে।পরে ৪ টার দিকে বৃষ্টি থেমে গেলেও হাটু পানি জমে থাকে হাটে। কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা ক্রয় বিক্রয় চালিয়ে নেন।

তিনি অভিযোগ করেন, সরকারকে প্রতি বছর ভ্যাটসহ প্রায় ৩ লাখ টাকা

দিয়ে হাট ডাকতে হয়। অথচ, হাটের কোনো উন্নয়ন নেই। এখানে সরকারিভাবে একটি টিউবওয়েল ও দুই টি গণসৌচারাগর স্থাপন করা হলেও টিউবওয়েল ও সৌচাগার অকেজো হয়ে যাওয়ায় ক্রেতা বিক্রেতারা উভয়ে সমস্যায় পড়ছে প্রতিনিয়ত। হাটটিতে প্রায় ৩ শতাধিক ব্যবসায়ী ব্যবসা করলেও এখ্যানে শেড রয়েছে মাত্র একটি। যেখানে মাত্র কয়েকজন সব্জী বিক্রেতা ব্যবসা করতে পারেন।অনেক আগে হাটের মধ্যে মাত্র একটি ড্রেন নির্মাণ হলেও সেটি এখন আর পানি নি:স্কাশন হয়না। মাছ ব্যবসায়ীদের ময়লা পানি যাওয়ার ফলে ড্রেনটি প্রায় মৃতু হয়ে পড়েছে।এবিষয়গুলো নিয়ে মুজিবনগর ইউএনওকে বারবার মৌখিক আবেদন করার পরেও হাটটির উন্নয়নে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সব্জী ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রায় ২৫ বছর ধরে এই হাটটিতে ব্যবসা করছি আমি।এই প্রথম হাটটি পানিতে ডুবে গেছে। এখানে একটি ড্রেন থাকলেও মৎস্য আড়তের ময়লা পানি ফেলার ফলে ড্রেনটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এটি সংস্কার করার দাবী করেন এই ব্যবসায়ী।মাছ ব্যবসায়ী নাজিরাকোনা গ্রামের জহির হোসেন বলেন, আমি এই হাটে বসে ২৫ বছর মাছের ব্যবসা করি। এই প্রথম হাটু পানি জমে যাওয়া দেখলাম। তিনি বলেন, এখানে নিয়মিত কর দিলেও কোনো উন্নয়ন চোখে দেখিনি। হাটে পানি জমার কারণে ক্রেতা আসছেনা। আজকে বেচাকেনাও নেই।

স্থানীয় ক্রেতা বাগোয়ান গ্রামের নুরুল ইসলাম বলেন, সব কিছুই ভিজে গেছে। এই ঝাল পেয়াঁজ কিনলে রাতের মধ্যেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে।

মানিকনগর গ্রামের ক্রেতা রসুল শেখ বলেন, কাঁদার মধ্যে বাজার করা সম্ভব নয়। এছাড়া পানির উপর ভাসছে আলু পটুলসহ অন্যান্য সব্জী। এই সব্জী কিনে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। তাই বাজার না করেই ফিরে যাচ্ছি।

আকাশ রহমান ও গৌরিনগর গ্রামের রমজান আলী বলেন, পানির বিড়ম্বনার কারণে বাজার না করেই ফিরছি। বাজারের সব্জী কিনলে পচে যাবে।

সব্জী ব্যবসায়ী লিটন হোসেন, নওশাদ আলী ও আব্দুল কাদের বলেন, যখন ব্যবসা শুরু হবে, ঠিক সেই সময় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিতে ক্রেতারা পালিয়ে গেলেও আমাদের সব সব্জীই নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুটা বিক্রি করতে পারলেও অধিকাংশ সব্জীই পচে যাবে।

হাটটির সমস্যা নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হাট বাজার রক্ষাণা বেক্ষণ ও সংস্কার কমিটির সভাপতি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এছাড়াও কিছু সংগঠণ ও বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠণগুলোও কাজ করেন। প্রতি বছরই চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে হাট বাজারগুলোর সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য চাহিদা চাওয়া হয়। তাদের দেওয়া চাহিদা অনুযায়ী সেসব হাট বাজারের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কেদারগঞ্জ হাটটির সভাপতি ও বাজারের ইজারদারদের সাথে কখা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের ভৈরব নদীতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান, ৫০ টার বেশি চাইনা জালে আগুন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আজকে চতুর্থ দিন নির্ধারিত কর্মসূচি আওতায় ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ৫০ টার বেশি চাইনা দুয়ারী জাল আটক করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পন্ডের ঘাটে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামানের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। এসময় তিনি বলেন, আমাদের কাছে গোপন সংবাদ আসে ভৈরব নদীতে অবৈধভাবে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী জাল পেতে মাছ শিকার করছে কিছু অসাধু ব্যাক্তি। তারই পরিপেক্ষিতে আজ সকালে মেহেরপুর পন্ডের ঘাটে অভিযান চালিয়ে নদীর দুই পাড়ে পঞ্চাশের অধিক চায়না দুয়ারী জাল নদী থেকে তুলে আগুন দিয়ে বিনষ্ট করা হয়ছে। যার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা জাকির হোসেন, মৎস্য খামার কর্মকর্তা বদিউল আলম জুয়েল জোয়ারদার, শেখ নিজাম উদ্দিন প্রমুখ এসময়

চিংড়ি মাছে জেলি দিয়ে ওজন বৃদ্ধি, কুষ্টিয়ায় চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়া পৌর বাজার ও চৌড়হাস মোড়ে ফয়সাল মার্কেটে চিংড়ি মাছে জেলি পুশ করে ওজন বৃদ্ধি করে বিক্রির অভিযোগে চার মাছ ব্যবসায়ীকে বিশ হাজার টাকার জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এই অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় সংস্থাটির কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সুদীপ বিশ্বাসসহ আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় কুষ্টিয়া পৌর বাজার ও চৌড়হাস মোড়ে ফয়সাল মার্কেটে কিছু ব্যবসায়ী মাছে জেলি পুশ করে অবৈধভাবে মাছের ব্যবসা করছেন। এতে প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা। বিষয়টি আমলে নিয়ে মাঠে নামেন ভোক্তা অধিকারের টিম। ঘটনার সত্যতা পেয়ে চিংড়িতে জেলি পুশ করা চিংড়ি বিক্রয়ের অপরাধে জসিমের মাছের দোকান কে ৪ হাজার, শামসুলের মাছের দোকান কে ৩ হাজার, আসলামের মাছের দোকান কে ৩ হাজার এবং আল্লাহর দান মৎস্য ভান্ডার কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ওসব দোকানের জেলিযুক্ত মাছ ধ্বংস করা হয়।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক।

সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সুদীপ বিশ্বাস জানান, চিংড়ির ওজন বৃদ্ধির জন্য জেলি পুশ করা হলেও এই জেলি খাবারের সাথে মিশে কিডনি নষ্টসহ

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

ভবিষ্যতের জন্য দক্ষতার রূপান্তর এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং সেন্টারে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের সহযোগিতায় এবং ওয়েব ফাউন্ডেশনের সার্বিক বাস্তবায়নে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের সমন্বয়কারী শরিফুল আলম লিটন এর স্বাগত বক্তব্য আলোচনা সভা শুরু হয়।

সভায় চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী শাহেদ জামাল এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুম আহামেদ। এ সময় তিনি বলেন, দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে যুবকদের দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। নিজের জীবনকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যেতেও প্রতিটি যুবককে দক্ষ হতে হবে।দক্ষতা ছাড়া কেউ কখনো সফলতার মুখ দেখতে পারে নাই। তাই প্রত্যেক যুবকে একজন দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ৩৫জন যুব উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে ওষুধ কিনতে গিয়ে লাশ হলেন বৃদ্ধা ফুলজান

ওষুধ কিনতে গিয়ে মাইক্রোবাস চাপায় নিহত হলেন ফুলজান খাতুন(৮০) নামের এক বৃদ্ধা। নিহত ফুলজান খাতুন গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার মৃতু রহমতুল্লাহ স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) দুপুরের দিকে বামন্দী-কাজিপুর সড়কের বালিঘাট গ্রামের সামাদ হাজী বাড়ির সামনে এ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, বৃদ্ধা ফুলজান খাতুন ওষুধ কেনার জন্য বালিয়াঘাট মোড়ের একটি ওষুধের দোকানে যাচ্ছিলেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী মাইক্রোবাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তারপরেও খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে।

গাংনীতে মৎস্য দপ্তরের অভিযানে অবৈধ জাল উদ্ধার

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ এর কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাংনী উপজেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে একটি সরকারি খালে অভিযান চালিয়ে অবৈধ জাল জব্দ করে ধ্বংস করা হযয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের সরকারি খালে এ অভিযান চালানো হয়। এসময় ওই খাল থেকে অবৈধ জাল জব্দ করে তা ধ্বংস করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান। সময় তাকে সহযোগীতা করেন গাংনী থানার উপপরিদর্শক

(এসআই)আশিকুর রহমানসহ সঙ্গীয় ফোর্স। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের সহকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান বলেন, সরকারি খালে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধ জাল দিয়ে বিভিন্ন দেশীয় জাতের ছোট বড় মাছ ধ্বংস করছিল। এলাকাবাসী এসব খাল বীল থেকে সব ধরনের অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা নিষেধ ও বাঁধ দ্রুত অপসারণের দাবী জানাচ্ছিলেন।

আজ অভিযান চালিয়ে রায়পুর খাল থেকে কিছু অবৈধ জাল জব্দ করে তা ধ্বংস করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী উপজেলা শহরের মৎস্য বাজার পরিদর্শন করে ফরমালিনযুক্ত মাছ, পঁচা বা অস্বাস্থকর, নিষিদ্ধ ঘোষিত মাছ বেচা কেনা হচ্ছে কিনা নিশ্চত হন। বাজারের মাছ ব্যবসায়ীদের কে নিরাপদ মাছ বিপণনের জন্য জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ”নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই স্লোগানে ২৩ জুলাই থেকে ২৯ শে জুলাই পর্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ ২০২২ শুরু হয়েছে।

মুজিবনগরে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে ভৈরব নদীতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আজকে ৪র্থ দিন নির্ধারিত কর্মসূচি আওতায় ভৈরব নদীতে উপজেলা মৎস্য অফিস থেকে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ্য চাইনা দুয়াড়ী/গীটি জাল জব্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার গৌরিনগর গ্রামের কাছর ভৈরব নদীতে এ ভ্রাম্মমান অভিযান পরিচালনা করেন। ভ্রাম্মমান অভিযান চলাকালীন সময় ভৈরব নদীতে পেতে রাখা ৩৫০ মিটারের ১১ টি চাইনা দুয়াড়ী/গীটি জাল জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬০ হাজার টাকা।

এ সময় মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (ওসি) মেহেদী রাসেল,উপজেলা সমাজ সেবা অফিসান আব্দুর রব,সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম(অপা) উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার জানান,মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে ভৈরব নদীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষন আইন ১৯৫০ অনুযায়ী ভৈরব নদীতে পেতে রাখা ১১টি চাইনা দুয়াড়ী জাল জব্দ করা হয়।তবে জাল গুলোর মালিক পাওয়া যায়নি। তাদের অনুপস্থিতিতে জাল গুলো নদীতে অবৈধভাবে স্থাপন করা ছিল যেগুলো আমরা উঠিয়ে জব্দ করেছি।